কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৫০তম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আশ্বিন-১৪৩৩, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কৃষিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে কৃষক কার্ড ... ৩

কৃষি বিভাগের দায়িত্ব সফলভাবে বাস্তবায়নে কৃষি এখন ... ৪

সার বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিক ... ৫

পাবনা সদরে ২ হাজার ৩০৯ জন কৃষক-কৃষাণী পেলেন কৃষক ... ৭

খাদ্যের পরিমাণ নয়, গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে– কৃষিমন্ত্রী

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, খাদ্য উৎপাদনে শুধু পরিমাণ বাড়ানোই যথেষ্ট নয়; মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির চাহিদা বিবেচনায় নিরাপদ, পুষ্টিকর ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে।

১৬ অক্টোবর ২০২৬ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বে খাদ্যসংকটের পাশাপাশি খাদ্যের গুণগত মান ও পুষ্টি নিশ্চিত করার বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্মের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আসছে। চালের পাশাপাশি শাকসবজি ও ফলমূলের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। এ বাস্তবতায়

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

সিলেটকে অন্যতম প্রধান সবজি উৎপাদন ও রপ্তানি কেন্দ্রে গড়ে তোলা হবে– বাণিজ্যমন্ত্রী



প্রধান অতিথি হিবেবে বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এমপি

কৃষির আধুনিকায়ন, বছরজুড়ে পরিকল্পিত সবজি উৎপাদন, উন্নত সংরক্ষণব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সিলেটকে দেশের অন্যতম প্রধান সবজি উৎপাদন ও রপ্তানি কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি, সেচ ও জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন এবং সিলেট বিমানবন্দর

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাকায় সার্ক কৃষি কেন্দ্রের ১৮তম পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সেলিম

দক্ষিণ এশিয়ায় কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা এবং জলবায়ু সহনশীলতা জোরদার করার লক্ষ্যে সার্ক কৃষি কেন্দ্র ঢাকায় ১৮তম পরিচালনা পর্ষদের (গভর্নিং বোর্ড) সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর ২০২৬) অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সার্কভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ময়মনসিংহে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা



সভায় সভাপতিত্ব করেন, কৃষিবিদ তৌফিক আহমদ খান, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ

গত ১২ অক্টোবর, রোজ সোমবার, ২০২৬ খ্রিঃ সকাল ১০টায় অতিরিক্ত পরিচালকের কনফারেন্স রুমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ তৌফিক আহমদ খান। সভাটি সঞ্চালনা করেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উপপরিচালক, কৃষিবিদ ছালমা আক্তার, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কীটনাশক আমদানি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পদ্ধতির সম্প্রসারণে সরকার কাজ করছে। একই সঙ্গে কৃষিকে লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহার মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। জমির প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম সার ব্যবহার এবং উত্তম কৃষিচর্চা অনুসরণ করতে হবে। কীটনাশক ও কৃষি উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গুলোকে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন এবং প্রযোজ্য বিধিবিধান ও মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে।

পোলট্রি খাতের প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী বলেন, মুরগির খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়েও কার্যকর নজরদারি প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদেরও সতর্ক হতে হবে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষিপণ্য রপ্তানি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে আরও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রপ্তানির প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে হলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিদেশি ভোক্তাদের কাছেও পণ্য পৌঁছাতে হবে। এ লক্ষ্যে কাঁঠাল, আনারসসহ সম্ভাবনাময় কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণে কাজ চলছে।

মন্ত্রী বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়; কৃষক, উদ্যোক্তা, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও ভোক্তা-সবাইকে এ ক্ষেত্রে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর সেমিনার আয়োজক কমিটির আহবায়ক ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ম. তামিম, জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: আমির হোসেন, বাংলদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো: শফিকুল ইসলাম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: খালেদ কনক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক ড. মোহাম্মদ এনায়েত-ই-রাব্বি।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

কক্সবাজারে বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২৬ পালিত

খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়নে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ আ. মান্নান

'আজকের উদ্ভাবন, আগামীর সমৃদ্ধি' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কক্সবাজারে বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. আ. মান্নান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম, খাদ্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আবু কাউছার, জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, কক্সবাজার সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রাশেল রানা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কর্মকর্তা মোহাম্মদ মারুফ, অতনু ভট্টাচার্য ও হিতৈষী খিশা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মুক্তির পরিচালক (মনিটরিং) খায়রুল ইসলাম, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কক্সবাজারের কর্মকর্তা মো. লোকমান হাকিমসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কৃষক প্রতিনিধি, উদ্যোক্তা এবং কৃষক-কৃষাণীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আলোচনা সভায় বিশ্ব খাদ্য দিবসের তাৎপর্য, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টিসম্মত খাদ্য গ্রহণ এবং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন এবং সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

বক্তারা বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা পূরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। পাশাপাশি কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের অপচয় রোধ এবং উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কৃষক, উদ্যোক্তা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের আয়োজনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও টেকসই কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি খাতে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। -মো: লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মাগুরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কার্যালয়ের হল রুমে ১২ অক্টোবর, ২০২৬ইং তারিখ সকাল ১১টায় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র জেলার উপপরিচালক জনাব জসীম উদ্দীন। এ সভায় সভাপতি বলেন, খরিফ মৌসুম-২ বাস্তবায়ন ও উপজেলা পর্যায়ে রবি মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা, ভেজাল বীজ চেনা ও বীজ আইন, সরিষা, পেঁয়াজ, শীতকালীন সবজি, তুলা, BADC রবি মৌসুমের চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। কৃষি বিপণনে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য কীভাবে পেতে পারে ও ভেজাল বীজ এবং সার নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। কীটনাশক ও বীজ বিক্রেতা প্রতিনিধি জনাব মো: মিজানুর রহমান সার ও বীজ বিক্রি সংক্রান্ত সরকারের নতুন নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কুমিল্লা ময়নামতি সমেশপুর গ্রামে সবজির চারা উৎপাদন করে কোটি টাকার অধিক আয়

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার সমেশপুর। গ্রামের মাঠের পাশে ময়নামতি রেশম বোর্ডের অফিস। ৬০ এর দশকে রেশম বোর্ডে শ্রমিকরা দৈনিক বেতন পেতেন ৩-৫ টাকা। গ্রামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দৈনিক শ্রমিক হিসেবে ও চুক্তিতে রেশম কীট পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এতে তাদের পরিবারে টানাটানি লেগেই থাকতো। সেই শ্রমিকদের পরিবারে সুদিন ফিরেছে। তারা মৌসুমে এখন গোনেন কয়েক লাখ টাকা। সমেশপুর গ্রাম থেকে গত মৌসুমে ১৫ কোটি টাকার বেশি সবজি চারা বিক্রি হয়েছে।

স্থানীয় ও কৃষি অফিসের সূত্র জানায়, সমেশপুর গ্রামে ৭০ বছর আগে ইউসুফ আলী নামের এক ব্যক্তি সবজির চারা উৎপাদন শুরু করেন। এখন গ্রামের শতাধিক পরিবার ২০ একর জমিতে চারা উৎপাদন করছেন। সেই চারা যাচ্ছে সারা দেশে। এই মৌসুমে বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে ২০ কোটি টাকা। সরেজমিন সমেশপুরে গিয়ে দেখা যায়, কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক লাগোয়া কুমিল্লা বুড়িচং উপজেলায় ময়নামতি সাহেবের বাজার। বাজারের ডান পাশে ময়নামতি রাণীর বাংলো নামের প্রত্ন পর্যটন এলাকা। তার পাশ দিয়ে হাঁটা পথে উত্তরে গেলেই সমেশপুর সবজি চারার মাঠ। সকাল থেকেই মাঠ জুড়ে চারা উৎপাদনের উৎসব। কেউ কোদাল হাতে জমি প্রস্তুত করছেন। কেউ চারায় পানি দিচ্ছেন। কেউ চারা তুলছেন, কেউবা চারা বিক্রির দরদাম করছেন। মাঠে চোখে পড়ে বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, মরিচ ও ক্যাপসিক্যামসহ বিভিন্ন সবজির চারা।

কৃষক ক্রেতার গাড়িতে চারা তুলে দিচ্ছেন। সবুজ চারা বিক্রি করে নিচ্ছেন নগদ টাকা। মাঠে নগদ টাকা পেয়ে তাদের শরীরের ক্লান্তি কেটে যায়, ঘর্মাক্ত মুখে চিকচিক করে উঠে খুশির আমেজ। সেখানে মাঠ তদারকি করতে দেখা যায়, উপজেলা কৃষি অফিসার আফরিনা আক্তার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আতিকুর রহমান ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ইভা আক্তারকে। তারা কৃষকদের চারা উৎপাদনের সঠিক প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছেন।



বীজতলা হতে সবজির চারা তুলছেন কৃষক

উপজেলা কৃষি অফিসার আফরিণা আক্তার বলেন, এই এলাকা ৩০ বছর আগে এত সমৃদ্ধ ছিলো না। চারা উৎপাদন এখানে এখন শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মৌসুমে তারা ১৫ কোটি টাকার চারা বিক্রি করেছেন বলে জানিয়েছেন, এবার তাদের লক্ষ্যমাত্রা ২০ কোটি টাকা। রেশম বোর্ডের অল্প আয়ের সেই শ্রমিকরা এখন লাখপতি। আমরা তাদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে থাকি। এখানে জলাদ্ধতার কারণে কিছু উৎপাদন কমেছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে আমরা কাজ করছি।

-মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে কৃষক কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে



কৃষক কার্ড ও কৃষি উপকরণ সহায়তা বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম-৬ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী

সারাদেশে কৃষকদের মধ্যে কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের রাউজানে ব্যাপক কৃষক কার্ড নিবন্ধন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর-২০২৬) দিনব্যাপী রাউজান উপজেলা মিলনায়তনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন,"কৃষক কার্ডের মাধ্যমে কৃষকেরা ১০ ধরনের সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ ও সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা, মোবাইলে রোগবালাই পরামর্শ, কৃষি প্রশিক্ষণ এবং ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় সুবিধা"। তিনি আরও উলেখ করেন, কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কৃষক কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকারের বিভিন্ন সহায়তা যাতে প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। রাউজানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৃষকদের হাতে কৃষক কার্ড তুলে দেন। রাউজান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) এস এম রাহাতুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশেষ অতিথি ও কর্মকর্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অংছিং মারমা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), মোঃ মাসুম কবির, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফাহিম হোসেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনির হোসেন, সমাজসেবা কর্মকর্তা, এছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ; বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি ও শতাধিক কৃষক-কৃষানী উপস্থিত ছিলেন।

-সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাবৃন্দগণ তাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। তিনি আরোও বলেন মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য হচ্ছে অন্যতম সেই খাদ্য যেন নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ হয়। তাই নতুন নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকে আরোও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

-খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

রংপুরে "Extension Concept of Agricultural Technologies Using High-Impact Media Content" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

৭ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রি. বুধবার কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুর অঞ্চলের কনফারেন্স রুমে কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুরের আয়োজনে "Extension Concept of Agricultural Technologies Using High-Impact Media Content" শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে রংপুর অঞ্চলের আওতাধীন রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা অফিসসমূহ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বেতার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, বারটান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, এনজিও এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার পরিচালক কৃষিবিদ মো: মসীহুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এস. এম. আবু বকর সাইফুল ইসলাম।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পার্টনার প্রোগ্রাম, ডিএই, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুরের সিনিয়র মনিটিরিং অফিসার জনাব মো: হাফিজ হাসান। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপক Impactful Media Content এবং কৃষি ক্ষেত্রে এদের ব্যবহারের বিষয় বিভিন্ন উদাহরণসহ উপস্থাপন করেন।



সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি তথ্য সার্ভিস এর পরিচালক কৃষিবিদ মো: মসীহুর রহমান

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সময় উপযোগী ও তথ্যবহুল কৃষি তথ্য প্রচারের ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার অনুরোধ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মো: মসীহুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের কৃষি খাত প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে এবং এ অগ্রগতিকে আরও বেগবান করতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সব দপ্তর ও সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অফিসারদের নিয়মিত কৃষিকথায় লেখা প্রদানের অনুরোধ জানান।

-মোঃ হারুন অর রশীদ, কৃতসা, রংপুর





কৃষি বিভাগের দায়িত্ব সফলভাবে বাস্তবায়নে কৃষি এখন বাণিজ্যিক ও টেকসই কৃষিতে ধাবিত হচ্ছে – মহাপরিচালক, ডিএই



দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মোঃ আব্দুর রহিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুর রহিম বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী ইশতেহার যে অগ্রাধিকারগুলো নির্বাচন করেছেন তার অধিকাংশই কৃষি নির্ভর। কৃষি বিভাগ তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করার ফলে পেটেভাতের কৃষি আজ বাণিজ্যিক, নিরাপদ ও টেকসই কৃষির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ৮ অক্টোবর ২০২৬ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার প্রশিক্ষণ হলে বগুড়া কৃষি অঞ্চলের টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ০৫ দিনব্যাপী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের "কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মহাপরিচালক আরো বলেন, অনাবাদি, পতিত ও অনুর্বর জমির ব্যবহার নিশ্চিতে উপযুক্ত প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে। এ ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আমাদের উপসহকারী কৃষি অফিসারগণ অনেক আন্তরিক, দক্ষ ও কর্মঠ। এর ফলাফল আমরা কৃষক কার্ড এর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রি-পাইলটিং ও পাইলট কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। অত্র প্রকল্পের আওতায় ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, সেশন পরিচালনা ও বাস্তবে দেখানো হয়েছে। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে দেশের কৃষি খাতকে আরও সমৃদ্ধ, আধুনিক ও টেকসই করে তোলার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ। উপপ্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মেহেদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামাণিক (পিএইচডি)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ সোহেল মোঃ শামসুদ্দিন ফিরোজ ও বগুড়া কৃষি অঞ্চলের টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ এনামুল হক। কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে সরকারি চাকুরী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা এবং শিষ্টাচার; কৃষক কার্ড; প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ও ব্যবহার; ধান চাষে ন্যানো ইউরিয়া ও এডাব্লিউডি (AWD) প্রযুক্তি; বস্তায় আদা,হলুদ, মরিচ ও পেঁয়াজ চাষসহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নিয়ে সেশন পরিচালনা ও বাস্তবে দেখানো হয়।

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

সার বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিক ডিলারশীপ বাতিল – মানিকগঞ্জ ডিসি



সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুন আরা সুলতানা

সার বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রমানিত হলে তাৎক্ষণিক ডিলারশীপ বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুন আরা সুলতানা।

১৭ অক্টোবর ২০২৬ (শনিবার) দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'সারের ডিলারশিপ চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর, সার উত্তোলন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সার ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় সভাপতির বক্তব্যদানকালে এ ঘোষণা দেন।

জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের উপ-পরিচালক শাহজাহান সিরাজ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মজিবুর রহমান, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সদস্য গোলাম আবেদীন কায়সার ও আসাদুজ্জামান খান দোলন, মানিকগঞ্জ জেলা সার সমিতির সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন শামীম ও মানিকগঞ্জ রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি মনিরুল ইসলাম মিহির।

জেলা প্রশাসক এবং জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি নাজমুন আরা সুলতানা বলেন, 'কৃষকদের কাছে সারের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করা, সার মজুত ও বিতরণে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সার ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ডিলাররাদের মধ্যে কেউ অনিয়ম বা দুর্নীতি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার ডিলারশীপ বাতিল করা হবে।'

-সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

মোহনপুরের সুষম সার ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠক



উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মোঃ ওবায়দুর রহমান মণ্ডল

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়নের চালোপাড়া মাঠে 'খামারি অ্যাপের মাধ্যমে রোপা আমন ধানে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ' শীর্ষক এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৭ অক্টোবর) উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়নের চালোপাড়া মাঠে কৃষকদের নিয়ে এ উঠান বৈঠকের আয়োজন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মোহনপুর।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. আজিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মো. ওবায়দুর রহমান মণ্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী জেলার উপপরিচালক মোস্তফা কামাল হোসেন, সরেজমিন উইং, খামারবাড়ি, ঢাকার উপপরিচালক (মনিটরিং) ড. মো. আবু জাফর আল মুনছুর এবং রাজশাহী জেলার অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) ড. আবদুল মজিদ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় আপনারা মনে করেন, জমিতে বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগ করলে ফলন বেশি হবে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়; বরং অতিরিক্ত সার প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, মাটির স্বাভাবিক গুণাগুণ ও উর্বরতা নষ্ট হয় এবং মাটির স্বাস্থ্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। একই সঙ্গে অতিরিক্ত সার ব্যবহারের কারণে রোগবালাইয়ের প্রকোপ বাড়তে পারে এবং পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

-মোঃ আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

বরিশালে অতিরিক্ত সচিবের সাথে কৃষি কর্মকর্তাদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্লানিং, পলিসি এবং কো-অর্ডিনেশন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোস্তফা কামাল। এতে সভাপতিত্ব করেন ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই ভোলার উপপরিচালক মো. খায়রুল ইসলাম মল্লিক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মাদ আশিক ইকবাল খান, পার্টনার প্রকল্পের ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মো. তৌফিক আরেফীন, ডিএই বরিশালের উপপরিচালক মোসাম্মৎ মরিয়ম, প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কৃষি উদ্যোক্তা মিলে অর্ধশতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বরিশাল বিভাগের ৪৩ উপজেলাসহ দেশের ৪৯৫ টি উপজেলা এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণের পাশাপাশি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কাজ চলমান আছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেশের ৩ লাখ হেক্টর জমিতে ফল ও সবজি, ২ লাখ হেক্টর জমিতে জলবায়ুসহিষ্ণু ধানের জাত, ২ লাখ হেক্টর জমিতে অন্য দানাশস্য ফসল, ডালফসল, তেলফসল ও উদ্যান ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে ১ লাখ হেক্টর জমিতে উন্নত আধুনিক সেচের আওতায় আসবে পাশাপাশি ২০ হাজার তরুণ ও নারী উদ্যোক্তা তৈরি হবে।

- নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ড. সুশান্ত কুমার তরফদার, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, মাগুরা, ড. মোঃ আশরাফুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, মাগুরা। সভায় সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহা: আজম উদ্দীন, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), প্রকাশ চন্দ্র সরকার, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান), মো: নূর-এ-নবী, উপজেলা কৃষি অফিসার, মাগুরা সদর, মো: হুমায়ুন কবির, শ্রীপুর, মো: আবুল হাসনাত, উপজেলা কৃষি অফিসার, শালিখা, মো: আসিফ ইকবাল, মো: আবু সাইদ, ফার্ম ম্যানেজার, বিনা, মাগুরা, মো: আব্দুর রহিম হাওলাদার, কটন ইউনিট অফিসার, মাগুরা, সাহানাজ আক্তার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আ: কেন্দ্র BWMRও যশোর, মো: রবিউল ইসলাম, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, মাগুরা, মো: আসাদুজ্জামান, এআইসিও, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনা প্রতিনিধি।



-মো: আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

রাজবাড়ীতে হর্টিকালচার সেন্টার ও মুড়িকাটা পেঁয়াজের জমি পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত পরিচালক





মাঠ পর্যায়ে মুড়িকাটা পেঁয়াজসহ অন্যান্য ফসলের জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক, মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা

ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক, মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, রাজবাড়ী জেলার হর্টিকালচার সেন্টার এবং মাঠ পর্যায়ে মুড়িকাটা পেঁয়াজসহ অন্যান্য ফসলের জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ।

পরিদর্শনকালে তিনি রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা কৃষি অফিস এবং হর্টিকালচার সেন্টারের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি কৃষকদের মুড়িকাটা পেঁয়াজের রোপণ কার্যক্রম ও জমির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত পরিচালক উপস্থিত কর্মকর্তাদের জমির পরিচর্যা এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করার নির্দেশনা দেন। এ সময় তিনি মাঠে কৃষকদের সাথে কথা বলেন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেন।

উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালন্দ উপজেলা কৃষি অফিসার, সৈয়দ রায়হানুল হায়দার; কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, মোহাম্মদ তাওহিদুর রহমান; হর্টিকালচার সেন্টারের উদ্যান কর্মকর্তা এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কর্মকর্তা, আসাদুল্লাহ।

-আসাদুল্লাহ, কৃতসা, বরিশাল

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও

শেষ পৃষ্ঠার পর

জনাব মোঃ মসীহুর রহমান প্রকল্প পরিচালক ডঃ মোছাঃ আখতার জাহান কাঁকনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে সচিব উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী মাশরুম চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা মাশরুম চাষের আধুনিক প্রযুক্তি, উৎপাদন কৌশল, পরিচর্যা, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও কৃষক পর্যায়ে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ে হাতে কলমে শিখে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য মাশরুম আশীর্বাদ স্বরূপ। মাশরুম চাষ পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষির বহুমুখীকরণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গাকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।" মতবিনিময়কালে সচিব মাশরুম চাষের সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মাশরুম চাষের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তিনি মাশরুমের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে মাশরুম চাষের প্রযুক্তি ও জ্ঞান সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরেন মাশরুম চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোছা: আখতার জাহান কাঁকন। তিনি জানান, দেশের ৪৮টি জেলার ৯৮টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন, ৩৩টি হর্টিকালচার সেন্টার এবং মাশরুম উন্নয়ন ইন্সটিটিউটে প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে।

-ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

উদ্যোক্তাদের মধ্যে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ জনাব রকিবুল ইসলাম, এমপি

কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় কৃষি উদ্যোক্তাদের মাঝে গত ৭ অক্টোবর ২০২৬ ইং তারিখ সকাল ১১টায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান খুলনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ জনাব রকিবুল ইসলাম, এমপি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উপকরণ এর মাধ্যমে জনগণের উপকার হয় এবং আপনাদের ব্যবসায়িক কাজে লাগে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে।

জেলা প্রশাসন ও সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিজ্ হুরে জান্নাত। এ সময়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মো: নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বিতান কুমার মন্ডল, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল করিম, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা সুমন হোসাইন-সহ কৃষি উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রধান অতিথি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং তাদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ করেন।

-মো: আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

খাদ্যের পরিমাণ নয়, গুণগত মান নিশ্চিত করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কৃষি উৎপাদনের ধরন ও পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের জোগান বাড়াতে হবে।

কৃষিতে কীটনাশক ও ভারী ধাতুর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, অধিক ফলনের আশায় অনেক ক্ষেত্রে ফসলে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এর ফলে খাদ্যদূষণের ঝুঁকি বাড়ে এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষকদের সচেতন করার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং কৃষকদের সুরক্ষায় সরকার কাজ করছে। একইসঙ্গে কোন মৌসুমে কী পরিমাণ কৃষিপণ্য উৎপাদিত হবে এবং বাজারে সেসব পণ্যের চাহিদা কতটা, তা নির্ধারণে তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজারের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

কৃষির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কৃষির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে পারলে কৃষিকে আরও উৎপাদনশীল, লাভজনক ও টেকসই খাতে পরিণত করা সম্ভব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম খান।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, কৃষি মন্ত্রণালয়

পাবনা সদরে ২ হাজার ৩০৯ জন কৃষক-কৃষাণী পেলেন কৃষক কার্ড এর নগদ অর্থ



পাবনা সদর উপজেলায় কৃষকদের মাঝে কৃষক কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি. ফেনী জেলায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত "কৃষক কার্ড" কর্মসূচি এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় পাবনা জেলার পাবনা সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে একই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস; পাবনা-২ (সুজানগর ও বেড়া) আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব; পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আরিফা সুলতানা রুমা; পাবনা জেলা পরিষদ প্রশাসক মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম; পাবনা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক, পাবনার পুলিশ সুপার আবু আশ্রাফ। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্মার্ট কৃষক কার্ড প্রাপ্ত কৃষক-কৃষাণী এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য পাবনা সদর উপজেলার দাপুনিয়া ব্লকের মোট ২ হাজার ৩০৯ জন কৃষক-কৃষাণীকে "কৃষক কার্ড" সেবা হিসেবে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান হয়। এই কৃষক কার্ডের মাধ্যমে কৃষকেরা ফসলের রোগ-বালাই ও বালাই দমনের জরুরি পরামর্শ; প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবিলায় কৃষি বিমা সুবিধা; উৎপাদিত কৃষিপণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রির বিশেষ সুবিধার মতো ১০টি প্রধান সুযোগ-সুবিধা ও সেবা পাবেন।

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

পুষ্টি কর্নার : পেয়ারা



প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ। পেয়ারাকে বহুবিধ গুণের কারণে মিসরীয় অঞ্চলের আপেল বলা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে জলীয় অংশ ৮১.৭ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৫.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫১ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.৩ গ্রাম, শর্করা ১১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৪ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.২১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.০৯ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ২১০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

সংকলন- কৃষি ডায়েরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

সিলেটকে দেশের অন্যতম প্রধান সবজি উৎপাদন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকায় আধুনিক প্যাকেজিং হাউস ও কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এমপি।

২৭ অক্টোবর ২০২৬ মঙ্গলবার সিলেট সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট সদর আয়োজিত 'ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমার্জেন্সি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট'-এর আওতায় ভর্তুকিমূল্যে কৃষিযন্ত্র (ট্রাক্টর) ও বিনামূল্যে এলএলপি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সিলেটের কৃষিকে আরও আধুনিক, উৎপাদনমুখী ও লাভজনক করে তুলতে সরকার কাজ করছে। পরিকল্পিতভাবে সবজি উৎপাদন, আধুনিক প্যাকেজিং ও সংরক্ষণব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিপণ্য উৎপাদন করা গেলে সিলেটের কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

তিনি বলেন, সিলেট সদর উপজেলার প্রতিটি কৃষিজমি সারা বছর চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। কোথাও পানির অভাবে, আবার কোথাও জলাবদ্ধতার কারণে কৃষিজমি অনাবাদি পড়ে থাকে। এসব সমস্যা সমাধানে খাল খননসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সেচের পানির প্রাপ্যতা বাড়বে, জলাবদ্ধতা কমবে এবং আরও বেশি জমি চাষাবাদের উপযোগী হয়ে উঠবে।

জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনূর রুবাইয়াৎ, সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইনসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

-মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

ঢাকায় সার্ক কৃষি কেন্দ্রের ১৮তম পরিচালনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

সার্ক কৃষি কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসন এবং নেপালের প্রতিনিধি মিস শবনাম শিবাকোটি উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবন-জীবিকা টিকিয়ে রাখতে খাদ্য, পশুখাদ্য ও আঁশজাতীয় পণ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা চ্যালেঞ্জ এ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তাকে ক্রমাগত হুমকির মুখে ফেলছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্মিলিত আঞ্চলিক উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি অভিন্ন কৃষি সমস্যার সমাধান এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সার্ক কৃষি কেন্দ্রের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. সেলিম খান। তিনি ক্রমবর্ধমান জলবায়ুজনিত চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। গতিশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা, টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং আঞ্চলিক অংশীদারত্ব জোরদারের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুস সালাম এবং কাঠমান্ডুতে অবস্থিত সার্ক সচিবালয়ের পরিচালক (এআরডি এবং এসডিএফ) তানভীর আহমেদ তরফদার, যিনি সার্ক মহাসচিবের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

সার্ক কৃষি কেন্দ্রের পরিচালক ড. মো. গোলাম মাহবুব সার্কভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কৃষি সহযোগিতা জোরদারে কেন্দ্রের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি যৌথ গবেষণা, জ্ঞান বিনিময়, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কৃষিপ্রযুক্তি ও উত্তম কৃষিচর্চার আদান-প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। টেকসই কৃষি উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়া এবং সহনশীল খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে আঞ্চলিক অংশীদারত্বের গুরুত্বও তিনি তুলে ধরেন।

-আবুল বাশার, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, সার্ক

কৃষি তথ্য বার্তা

৫০তম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
❑ আশ্বিন-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কীটনাশক আমদানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে– কৃষিমন্ত্রী

জনগণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে কীটনাশক আমদানি, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ।

২৫ অক্টোবর ২০২৬ মন্ত্রী রাজধানীর ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ মিলনায়তনে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, "নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে কীটনাশকের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এ দেশে এমন অনেক কীটনাশক আমদানি ও বাজারজাত করা হচ্ছে, যেগুলো বিশ্বের বহু দেশে ব্যবহার করা হয় না। কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা ও পরীক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে।"

মন্ত্রী আরও বলেন, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো নয়, উৎপাদিত খাদ্যকে নিরাপদ, পুষ্টিকর ও মানসম্মত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের উৎপাদন ও বিপণনব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের জন্যই উদ্বেগের কারণ। কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ খাদ্যে থেকে গেলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এ কারণে কীটনাশক আমদানি ও ব্যবহারের নীতিমালা পর্যালোচনায় সরকার ইতোমধ্যে একাধিক



বক্তব্য রাখছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কমিটি গঠন করেছে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, আমদানিকারক ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, অনেক কৃষক প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারে সঠিক মাত্রা অনুসরণ করতে পারেন না। কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ উৎপাদন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন



মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সেলিম খান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সেলিম খান কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের, মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। গত ২৭ অক্টোবর মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনের সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বরিশালে অতিরিক্ত সচিবের সাথে কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময়



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্লানিং, পলিসি এবং কো-অর্ডিনেশন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোস্তফা কামাল

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে ৯ অক্টোবর বরিশালে মতবিমিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্যোগে নগরীর কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মেলনকক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ শেখ ইফ্‌ফাত আরা ইসলাম, সহকারী সম্পাদক: কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd